বগুড়ায় ডিবি সেজে চাঁদা দাবির অভিযোগে পুলিশ কনস্টেবল আটক

সংগৃহীত ছবি

বগুড়ার শাজাহানপুর উপজেলার নিশ্চিন্তপুর শাহপাড়া গ্রামে পুলিশ পরিচয়ে চাঁদাবাজির অভিযোগে এক পুলিশ কনস্টেবলকে আটক করেছে স্থানীয় জনতা। পরে সেনাবাহিনী ও পুলিশ এসে তাকে উদ্ধার করে।

অভিযুক্ত কনস্টেবল হলেন রুহুল আমিন (৩২); তিনি সিরাজগঞ্জের উল্লাপাড়া উপজেলার কয়রা শহরতলি গ্রামের বাসিন্দা।

কিছুদিন আগে পুলিশ কনস্টেবল রুহুল আমিন ডিবি পুলিশের পরিচয় দিয়ে স্থানীয় আওয়ামী লীগ নেতা আব্দুল বাকি শাহের বাড়িতে হাজির হন। সে সময় আব্দুল বাকি শাহ বাড়িতে না থাকায় তার পরিবারের কাছ থেকে ৫০০ টাকা নিয়ে চলে যান।

৩ জুলাই সকালে তিনি আবারও বাড়িতে এসে বাকি শাহের ছেলে সাজ্জাদ হোসেন সবুজকে বলেন, “আপনার বাড়ির পেছনে অবৈধ বুলেট আছে, এটা উদ্ধার করতে হবে।” এরপর তিনি সবুজকে পাশের কলাবাগানে নিয়ে গিয়ে একটি টিনের কৌটায় থাকা ৫ রাউন্ড রাবার বুলেট দেখান এবং মামলা ও গ্রেফতারের ভয় দেখিয়ে ১ লাখ ৩০ হাজার টাকা দাবি করেন।

ঘটনা টের পেয়ে স্থানীয়রা রুহুল আমিনকে আটক করে মারধর করেন। ঘটনার সময় সবুজের বড় বোন শাপলা খাতুন (৩৮) জাতীয় জরুরি সেবা ৯৯৯-এ ফোন করে পুলিশ ও সেনাবাহিনীকে খবর দেন। পরে দুপুর ২টার দিকে সেনা ও পুলিশ সদস্যরা ঘটনাস্থলে গিয়ে রুহুল আমিনকে উদ্ধার করেন। এ সময় তার কাছ থেকে ৫ রাউন্ড রাবার বুলেট ও ১৫টি গুলি উদ্ধার করে আইনশৃঙ্খলা বাহিনী।

এই ঘটনায় শাপলা খাতুন বাদী হয়ে শাজাহানপুর থানায় একটি লিখিত অভিযোগ দায়ের করেছেন। রুহুল আমিন বর্তমানে গণপিটুনিতে আহত অবস্থায় হাসপাতালে ভর্তি রয়েছেন।

জানা গেছে, রুহুল আমিন এর আগেও অনৈতিক কর্মকাণ্ডে জড়িত ছিলেন। কিছুদিন আগে জুয়ার আসর থেকে টাকা আদায়ের অভিযোগে তাকে পুলিশ লাইন্সে বদলি করা হয়েছিল।